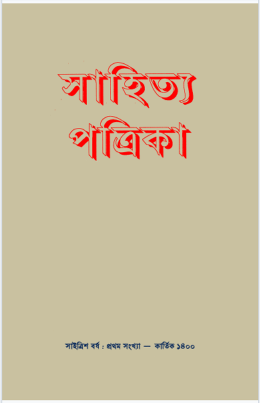

Vol. 37 | No. 1 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সংস্কৃত নাট্যকলা ও নাটক : প্রাকৃত সংলাপ

Volume	37
Issue	1
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	নিরঞ্জন অধিকারী
Published online	October 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v37i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i1.7
Pages	123-135
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ১

Check for updates

সংস্কৃত নাট্যকলা ও নাটক ঃ প্রাকৃত সংলাপ

নিরঞ্জন অধিকারী*

নাটকে বাস্তবতা সৃষ্টির অন্যতম উপাদান সংলাপ। রচনার কৌশল ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সংলাপের ভাষার পার্থক্য বিশ্বজনীন। সংস্কৃত নাটকেও সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে চরিত্র অনুযায়ী ভাং ব্যবহার লক্ষণীয়। আবার কাহিনীর ক্রমবিকাশ ও আবেগের তারতম্য অনুযায়ী ভাষাগত ভিন্নতাও স্পষ্ট। সংস্কৃত সাহিত্যতাত্ত্বিকেরা নাটকে ভাষা ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট সূত্রও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এরই সূত্র ধরে সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে প্রাকৃত সংলাপ-শৌরসেনী মাগধী, মহারাষ্ট্রী, অবন্তী, শকারী, চাণ্ডালী প্রভৃতি। তবে সংলাপের ক্ষেত্রে শৌরসেনী ও মাগধী এবং সংগীতের ক্ষেত্রে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের প্রাধান্য সুস্পষ্ট।

* সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নাটক জীবনের বাস্তবতাকে মঞ্চের মাধ্যমে শিল্পায়িত রূপে প্রকাশ করে। মঞ্চমায়ায় কল্পিত দৃশ্যসজ্জায় কল্পিত কাহিনী এবং চরিত্রও বাস্তব বলে প্রতিভাত হয়। কাব্যিক উৎকর্ষ তার মধ্যে নতুন মাত্রা সংযুক্ত করলেও তা অবাস্তব মনে হয় না। এই বাস্তবতা সৃষ্টির অন্যতম উপাদান সংলাপ-রচনার কৌশল ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সংলাপের ভাষাগত ভিন্নতা। সংস্কৃত নাটকে বিশ্বের অন্যান্য নাট্যসাহিত্যের মতই সংলাপ-রচনার এই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

শেক্‌সপীয়রের *হ্যামলেট* নাটকে হ্যামলেট যে ভাষায় কথা বলে সেই নাটকে অপ্রধান চরিত্র গোরখোদক নিশ্চয়ই সে ভাষায় কথা বলে না, গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের ইডিপাস (গ্রীক উচ্চারণ 'অয়দিপাউস') যে ভাষায় কথা বলেন মেষপালকের ভাষা তা থেকে স্পষ্টতই ভিন্নতর। বাংলা নাটকেও এ দৃষ্টান্ত সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

সংস্কৃত নাটকেও সংলাপ-রচনার ক্ষেত্রে চরিত্র অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু চরিত্র অনুযায়ীই নয়, কাহিনীর ক্রমবিকাশ এবং চরিত্রের প্রকাশ ও বিকাশের সাথে সাথে সংলাপেও এসেছে ভাষাগত তারতম্য। হৃদয়ের গভীর প্রকাশ যেখানে নাট্যকারের কাম্য; সেখানে সংলাপ হয়েছে কাব্যগুণে মণ্ডিত, হয়েছে ছন্দোবন্ধ শ্লোকে পরিণত। আবার শুধু সংযোগ বা দৈনন্দিন স্বাভাবিক কথাবার্তার ভাষা স্বাভাবিক, সংলাপ প্রক্ষেপণে উচ্চগ্রামের পরিবর্তে স্বাভাবিকতা সেখানে রক্ষিত।

প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকের রাজা দুষ্মন্ত যখন সারথীকে নির্দেশ দেন তখন তার সংলাপ :

'রাজা। সূত, যাবদাশ্রমবাসিনঃ প্রত্যবেক্ষ্যহমুপাবর্তে তাবদার্দ্রপৃষ্ঠাঃ ক্রিয়তাংবাজিনঃ।'
[কালিদাস ১৯৮৮ : ৫৪]।
(রাজা। সূত, [সারথী], আমি আশ্রমবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে আসছি।
তুমি এসময়ের মধ্যে ঘোড়াগুলোর গা ধুইয়ে জিরোতে দাও।)

আবার বল্কলাবৃতা স্বভাব-সুন্দরী শকুন্তলার অনলঙ্কৃত সৌন্দর্য সন্দর্শনে বিমুগ্ধ রাজার আবেগাপ্লুত অনুভূতি প্রকাশের ভাষা :

'রাজা। ---- সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।

ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
'কিমিব হি মধুরানাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্'
[কালিদাস ১৯৮৩ : ৬৭]

(রাজা। পদ্ম শৈবলাচ্ছন্ন হলেও সুন্দর, কলংকযুক্ত চন্দ্রও দেয় উজ্জ্বল আলো ; বল্কলপরিহিতা তন্বী তার চেয়েও সুন্দর, স্বভাবসুন্দরের ভূষণ কি না হতে পারে ?)

এতো গেল একই চরিত্রের অনুভূতিভেদে ভাষার মাত্রাভেদের কথা। বিভিন্ন চরিত্রও নিজ নিজ পেশা, শিক্ষা-দীক্ষা, প্রচলিত রীতি প্রভৃতি অনুসারে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। এটা সংস্কৃত নাটকের আর একটা বৈশিষ্ট্য।

সংস্কৃত সাহিত্যতাত্ত্বিকেরা বিভিন্ন সংস্কৃত নাটক বিশ্লেষণ করে ভাষা ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট সূত্র নির্ধারণ করেছেন। সূত্রসমূহে সুস্পষ্টভাবেই চরিত্রানুযায়ী ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে নাট্যকারদের জন্যে।

নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে নাট্যচার্য ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* (আনুমানিক কাল খ্রিষ্টীয় ১ম শতাব্দী থেকে ৪র্থ-৫ম শতাব্দী, বর্তমান আকারে পাওয়া গেছে যে-রূপে তার কাল ৮ম শতাব্দী)। এই *নাট্যশাস্ত্রের* টীকা লিখতে গিয়ে অভিনব গুপ্ত (৯৮০ খ্রি. - ১০৩০ খ্রি.) তাঁর *অভিনব ভারতীতে*, সাগর নন্দী (অভিনব গুপ্তের সমকালে) তাঁর নাটক *লক্ষণরত্নকোশ'*-এ, ধনঞ্জয় (১০ম শতাব্দী) তাঁর *দশরূপক*-এ, বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর *সাহিত্য দপর্ণ* -এ এবং আরো অনেকে বিভিন্ন গ্রন্থে সংস্কৃত নাটকে সংলাপের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এদের মতামত অনুযায়ী নাটকের পাত্র-পাত্রীদের ব্যবহৃত ভাষা হবে মিশ্র; উত্তম, মধ্যম ও অধম প্রভৃতি সামাজিক বর্ণ বা শ্রেণী অনুসারে পাত্র-পাত্রীর ভাষা নির্দিষ্ট হবে।[১]

সংস্কৃত নাটকে দেবতা, ব্রাহ্মণ, রাজা প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণী তথা উচ্চবর্ণীয় চরিত্র বিশুদ্ধ সংস্কৃতে কথা বলে। রানীসহ সকল স্ত্রী-চরিত্র প্রাকৃত ভাষায় কথা বলে। অপরাপর অনেক চরিত্র (নিম্নবর্ণীয়) প্রাকৃত ভাষায় কথা বলে।

প্রাকৃত ভাষার তিনটি রূপ প্রচলিত ছিল-উদীচ্য, মধ্যদেশী ও প্রাচ্য। যিশুখ্রিষ্টের জন্মের কিছু পরে প্রাকৃত ভাষাও স্থানভেদে পরিবর্তিত হয়। ফলে শৌরসেনী মাগধী, অবন্তিজা (অবন্তিকা, আবন্তী নামেও পরিচিত) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতের

উদ্ভব ঘটে। এ সময়ে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৈয়াকরণিক পাণিনি উদীচ্য প্রাকৃত ও বৈদিক ভাষা সামনে রেখে একটি শিষ্ট সাহিত্যিক ভাষার (standard literary) রূপ নির্ধারণ করেন [মুরারি মোহন সেন ১৯৭৯ : ২৭-২৯]। সংস্কার করে তৈরি করা হল বলে এর নাম 'সংস্কৃত'[২]। আর উপভাষা (dialect) বা আঞ্চলিক ভাষা (regional colloquial) হিসেবে যেগুলো রয়ে গেল সেগুলোকে বলা হয় 'প্রাকৃত'। মাতৃভাষা বা প্রকৃতিগতভাবে শেখা বলেই এর এই নাম। এ সময়েই শিষ্ট বা মান কথ্য (standard colloquial) হিসেবে প্রাকৃত থেকে পালি ভাষার সৃষ্টি হয়। পরে পালি ও প্রাকৃত উভয় ভাষাই সাহিত্যিক ভাষাতে পরিণত হয়ে সাহিত্যে ব্যবহৃত হতে থাকে। প্রাকৃত ভাষাও স্বতন্ত্র ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য লাভ করে। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা বা প্রাকৃতের আবার তিনটি রূপান্তর রয়েছে-আদি প্রাকৃত (যা থেকে পালি ভাষার উদ্ভব), মধ্য প্রাকৃত (বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃত) ও অন্তপ্রাকৃত। অন্তপ্রাকৃতের অপর নাম অপভ্রংশ বা অপভ্রষ্ট। এই অপভ্রংশসমূহ থেকে পরবর্তীকালে আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের উদ্ভব ঘটে। সংস্কৃত নাটকে সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা বা প্রাকৃতের বিভিন্ন সাহিত্যিকরূপ সংলাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সাহিত্যে ব্যবহৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত দুটোই কৃত্রিম — একেবারে মুখের ভাষা নয়। কেননা সংস্কৃত নাটকে যে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের নামে তার নামকরণ করা হলেও কোনো অঞ্চল-বিশেষে ব্যবহৃত ভাষার সাথে তার মিল নেই।[৩] তবে একথা সত্য যে, 'প্রাকৃত' জনসাধারণের কথ্যভাষাই ছিল, পরবর্তীকালে মনীষীদের দ্বারা তা লিখিত রূপ পরিগ্রহ করে [রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া ১৯৭০ : ১৩৭]।

আগেই বলেছি সংস্কৃত নাটকে বেশ কিছু চরিত্র প্রাকৃত ভাষায় কথা বলে। এই প্রাকৃতেরও আবার প্রকারভেদ রয়েছে। সকল প্রাকৃত ভাষা-ভাষী চরিত্র একই প্রকার প্রাকৃতে কথা বলে না। বিশেষ বিশেষ চরিত্র বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতে কথা বলে।

ভরত তাঁর *নাট্যশাস্ত্রে* বলেছেন যে প্রাকৃত প্রধান দুটি শাখায় বিভক্ত :

ক) ভাষা,

খ) বিভাষা[৪]।

ভাষা সপ্তধা বিভক্ত :

'মাগধ্যাবন্তিজা প্রাচ্যা শৌরসেন্যধর্মাগধী।
বাহলীকা দাক্ষিণাত্যা চ সপ্ত ভাষাঃ প্রকীর্তিতাঃ [ভরত ১৯৮২ : ১৯৯]

মাগধী, অবন্তিজা (অবন্তী অঞ্চলীয়) প্রাচ্যের ভাষা, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, বাহলীকা ও দাক্ষিণাত্যের ভাষা — এই সাত প্রকার।

বিভাষাও (বিবিধাঃ ভাষাঃ বিভাষাঃ) সাত প্রকার ঃ

'শকারাভীরচণ্ডালশবরদ্রবিড়ান্ধ্রজা।
হীনা বনেচরাণাঞ্চ বিভাষা নাটকে স্মৃতা [ভরত ১৯৮২ : ১৯৯]।
শকার, আভীর, চণ্ডাল, শবর, দ্রাবিড্র, অন্ধ্র ও হীনবনচরদের বিভাষা নাটকে প্রযোজ্য।

এগুলোকে অপভ্রংশও বলা হয়ে থাকে [শূদ্রক ১৯৮২ : ১৬]।

সাধারণত ভাষার নামকরণ করা হয় স্থান, জাতি, উপজাতি বা জনগোষ্ঠীর নামে। একই রীতিতে প্রাকৃত ভাষাগুলোর নামকরণও করা হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চল ও উপজাতিসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর নামে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক অঞ্চলের নাম পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তাই বিশেষ বিশেষ প্রাকৃত ভাষায় প্রাচীন নাম থেকে বর্তমানকালে তার স্থানগত বা গোষ্ঠীগত পরিচয় অনেকক্ষেত্রে বোঝা যায় না। সে-কারণে প্রাচীন নামের সাথে বর্তমান নাম মিলিয়ে নিলে কোন অঞ্চলের প্রাকৃত তা সহজেই বোঝা যায়। যেমন :

শৌরসেনী প্রাকৃত – শূরসেন অঞ্চলের প্রাকৃত- যাকে বলা হয়েছে মধ্যদেশীয়। শুরসেন একটি প্রাচীন রাজ্য, যার রাজধানী ছিল মথুরা। এই রাজ্য দক্ষিণ পূর্বে মগধ (বর্তমান বিহার) থেকে বিন্ধ্য পর্বতের পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে অনুমিত [ভরত ১৯৮২ : ১২০]।

অবন্তিজা প্রাকৃত – অবন্তী অঞ্চলীয়। মূল অবন্তী আজকের ভারতের পশ্চিম মালব [অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭৮ : ৫১]। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল বিখ্যাত উজ্জয়িনী।

মাগধী প্রাকৃত – পূর্ব দেশীয় মগধ অঞ্চলের প্রাকৃত নাম মাগধী। মগধ বর্তমান বিহার [Woolner ১৯৬০ : ৫]।

অর্ধমাগধী – শূরসেন ও মগধের মধ্যবর্তী (অনেকাংশে অযোধ্যা) অঞ্চলের উপভাষা থেকে অর্ধ মাগধী সৃষ্ট বলে অনুমান করা হয়েছে [Woolner ১৯৬০ : ৫]।

দাক্ষিণাত্যা – দক্ষিণাপথ বা দক্ষিণ ভারত। দক্ষিণ সমুদ্র ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চল। যেমন— কোসল, কলিঙ্গ, দ্রমিড় (দ্রাবিড়), অন্ধ্র ইত্যাদি অঞ্চলের প্রাকৃত [ভরত ১৯৮২ : ১১৭]।

বাহ্লীকা – উত্তর অঞ্চলবাসী 'খস' নামক একটি বিশেষ উপজাতীয় ভাষা [ভরত ১৯৮২ : ১৯৯]।

শাকারী, চাণ্ডালী, আভীরী, দ্রাবিড় প্রভৃতি যথাক্রমে শকার, চণ্ডাল, আভীর, দ্রাবিড় প্রভৃতি উপজাতীয়দের উপভাষা। শাকারী, চাণ্ডালী প্রভৃতি বিভাষাগুলো মাগধী প্রভৃতি ভাষা থেকে উৎপন্ন যেমন- মাগধী প্রাকৃত থেকে উৎপন্ন শাকারী ও চাণ্ডালী ভাষা।

একটি বিষয় লক্ষণীয়, বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃত ভাষা একই স্থানের লোকদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে, এমনকি একই পরিবারের সদস্যেরা বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃত ব্যবহার করেছে [Woolner ১৯৬০ : ৭৬]। এ থেকে বলা যায় নাটকীয় প্রাকৃত এক ধরনের লেখ্য বা সাহিত্যিক প্রাকৃত।

কোন চরিত্রের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ প্রাকৃত প্রযোজ্য সে বিষয়ে ভরত[৫] বলেছেন :

> রাজার অন্তঃপুরবাসীগণ মাগধী ভাষায় কথা বলে ; চেট (পরিচারক), রাজকুমার ও শ্রেষ্ঠী (বণিক)- দের ভাষা অর্ধমাগধী ; বিদুষকাদির ভাষা প্রাচ্যা, ধূর্তদের অবন্তিজা ; নায়িকা ও সখিদের উপযোগী শৌরসেনী ; যোদ্ধা, নাগরিকাদি ও দ্যুতকরদের ভাষা দাক্ষিণাত্যা ; উদীচ্য অর্থাৎ উত্তরাঞ্চলবাসী খসেরা তাদের স্বদেশী বাহ্লীকা ভাষায় কথা বলে।[৫] সুরঙ্গ খননকারী, সন্ধিকার (সম্ভবত সিঁদেল চোর) অশ্বরক্ষক ও বিপন্ন নায়িকাদের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষায় মাগধী ভাষা প্রযোজ্য [ভরত ১৯৮২ : ২০০]।

নিম্নলিখিত চরিত্রসমূহের ক্ষেত্রে শাকারী চাণ্ডালী প্রভৃতি বিভাষা প্রযোজ্য :

শকার (রাজার শ্যালক), শকাদি ও তাদের স্বভাবসম্পন্ন অপরাপর জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে শাকারী প্রযোজ্য। পুলকস প্রভৃতি উপজাতি চাণ্ডালী বিভাষায় কথা বলবে। অঙ্গারকার, ব্যাধ, কাঠুরিয়া প্রভৃতি সবর ভাষা এবং কিছু পরিমাণ বানৌকসী (বনবাসীদের আঞ্চলিক ভাষা) বিভাষায় কথা বলে। হাতি, ঘোড়া, উটের রক্ষক প্রভৃতিদের স্থানে যারা বাস করে তাদের পাঠ্য আভীরী [ভরত ১৯৮২ : ২০০]।

ভরত দাক্ষিণাত্যের কথা বলেছেন তবে পৃথকভাবে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের ব্যবহার সম্পর্কে কিছু বলেননি। পরবর্তীকালের নাট্যতত্ত্বের গ্রন্থসমূহে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের ব্যবহারের কথা উল্লেখ আছে। নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে বলেই তা নাট্যতত্ত্বে এসেছে। অনেক সংস্কৃত নাটকে মহিলা চরিত্রগুলো শৌরসেনী ভাষায় কথা বললেও গান গেয়েছে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে। মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতকে প্রাকৃতের মধ্যে শ্রেষ্ঠও বলা হয়েছে।[৬]

অবশ্য ভরত নাট্যশাস্ত্রের বিধি-বিধান নির্ধারণ করলেও সবসময়ে নিয়মের নিগড়ে বেঁধে রাখতে চাননি। নাটককে তিনি বলেছেন লোকবৃত্তের অনুকরণ[৭]; তাই তিনি লোকব্যবহারের প্রতি জোর দিয়েছেন এবং বলেছেন .

অথ নোক্তং ময়া যচ্চ লোকাৎগ্রাহ্যং বুধৈস্তু তৎ!" [ভরত ১৯৮২ : ৮/৯]

প্রাকৃতের এতগুলো শ্রেণী বিভাগ করা হলেও সংস্কৃত নাটকে সাধারণত তিন প্রকারের প্রাকৃতেরই ব্যবহার বেশি লক্ষ করা যায়: শৌরসেনী, (অবন্তিজা শৌরসেনীরই রকমফের), মাগধীও মাহারাষ্ট্রী।

এবার আমরা সংস্কৃত নাটক থেকে কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করব। কালিদাস-পূর্বযুগের বিখ্যাত নাট্যকার ভাসের *স্বপ্নবাসবদত্তম্* নাটক থেকে সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আহরণ শুরু করা যায়। এ নাটকে নায়িকা বাসবদত্তা, সহনায়িকা পদ্মাবতী, বিদূষক, পরিচারক-পরিচারিকা, তাপসী, ধাত্রী প্রভৃতি চরিত্র শৌরসেনী প্রাকৃতে কথা বলেছে। এ নাটকে তৃতীয় অংকে চিন্তাকুলা বাসবদত্তার একটি উক্তি থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

বাসবদত্তা। বিবাহমোদসঙ্কুলে অন্তেউর চউস্সালে পরিত্তাজিঅ পদুমাবদিং ইহং আঅদদ্ধি পমদবণং। জাবদাণিং ভাগধেয়ণিব্বুত্তং দুঃখং

বিণোদেমি। (পরিক্রমা) অহো অচ্চাহিদং। অয্যউত্তোবিণাম পরকেরঅ সংবুত্তো, জাব উববিসামি [ভাস ১৩৮১ : ১০৮]।

(বাসবদত্তা। বিয়ের আনন্দে ভরপুর অন্তঃপুরের চতুঃশালায় পদ্মাবতীকে ফেলে আমি এখানে এই প্রমোদবনে এসেছি। যাই হোক, আমার পোড়া কপালের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করি। হায়, কি সর্বনাশ, আর্যপুত্রও পরের হ'ল, যাক, একটু বসি।)

সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার কালিদাসের *মালবিকাগ্নিমিত্রম্*, *বিক্রমোর্বশীয়ম্* এবং *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকত্রয়ে নাট্যশাস্ত্রসম্মতভাবে বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতের ব্যবহার করা হয়েছে। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* নাটকে মালবিকা, রানী-ধারিণী প্রভৃতি শৌরসেনী প্রাকৃতে, বিদূষক অবন্তিকা প্রাকৃতে কথা বলেছে। এ নাটকে গানগুলি মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত। *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* নাটকেও তাই।[৮]

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে শৌরসেনী, মাহারাষ্ট্রী ছাড়াও যে বিশেষ প্রাকৃতটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে মাগধী। ষষ্ঠ অংকে নগররক্ষীগণ, রাজশ্যালক (নগরপাল) এবং ধীবরের সংলাপ উদ্ধার করা যাক :

'রক্ষিণৌ। (পুরুষং তাড়য়িত্বা) অলে কুম্ভীলআ! কহেহি কহিং তুএ এশে মহামণিভাশুলে উকিন্ন-ণামাক্খলে লাঅকীএ অংগুলী অত্র শমাশাদিএ।

পুরুষঃ। (ভীতিং নাটয়িত্বা) পশীদন্তু, পশীদন্তু ভাবমিশ্শে। ণ হগে ইদিশ কম্মকালী।

প্রথমঃ। কিং কখু শোহণে বম্হণেশিত্তি কলিঅ লজ্জা দে পড়িগ্ হে দিন্নে।

পুরুষ ঃ। শুনধ দাণিং। হগে কখু শক্কাবদালবাসী ধীবলে।

দ্বিতীয়ঃ। অলে আউচ্চলা! কিং তুমং অষেহি বশদিং জাদিং চ পুচ্ছোঅশি।

শ্যালঃ। সুঅঅ, কহেদুসব্বং অনুক্কমেণ। মা ণং অন্তরা পরিবন্ধহ।

[কালিদাস, ১৯৮৮ : ৫০৫]

(রক্ষীদ্বয়। (লোকটিকে প্রহার করে) ওরে চোর, বল, রাজার নাম খোদাই করা রাজার এই দামী আংটি তুই কোথায় পেলি ?

লোকটা। (ভীতির অভিনয় করে) শান্ত হোন, বাবুরা, আমি এমন কম্ম করিনি।

প্রথম রক্ষী। তবে কি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ মনে করে রাজা তোকে এই আংটিটি দান করেছেন ?

লোকটি। তাহলে শুনুন। আমি সত্যিই জেলে। নিবাস শক্রাবতার।

দ্বিতীয় রক্ষী। আরে চোরা, আমরা কি তোর জাত, নিবাস কোথায়-এই সব জানতে চেয়েছি?

রাজশ্যালক। সূচক, ওকে যা ঘটেছে তা পর পর ভাল করে বলতে দাও। মাঝপথে বাধা দিওনা।)

সমাজের নানা শ্রেণির মানুষ ও জীবন নিয়ে নাট্যকার শূদ্রক *মৃচ্ছকটিকম্* -নামক একটি ব্যতিক্রম-ধর্মী প্রকরণ[৯] লিখেছেন। খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতক থেকে খ্রিষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এটি রচিত হয়েছে। যথার্থ কাল নিয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এই প্রকরণটিতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী বা স্তরের চরিত্র অংকন করা হয়েছে বলে এতে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতের ব্যবহার করা

হয়েছে। বস্তুত একই নাটকে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহারের এত বৈচিত্র্য সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে আর নেই।

এ নাটকের ৩৩টি চরিত্রের মধ্যে (প্রধান ও অপ্রধান মিলিয়ে) নয়টি স্ত্রী চরিত্রসহ মোট আটাশটি চরিত্রের ভাষা প্রাকৃত। কার্যবশত সূত্রধারও একবার প্রাকৃত কথা বলেছেন। *মৃচ্ছকটিকম্* প্রকরণে কোন চরিত্র কোন ধরনের প্রাকৃতে কথা বলেছে তার একটি নমুনা নিম্নে প্রদান করা হচ্ছে :

শৌরসেনী প্রাকৃত :	কার্যবশত সূত্রধার, নটী, রদনিকা, মদনিকা, বসন্তসেনা, বসন্তসেনার বৃদ্ধা মা, চেটী; চারুদত্তের স্ত্রী ধূতা, শোধনক ও শ্রেষ্ঠী- এই এগারটি চরিত্র।
অবন্তী প্রাকৃত :	বীরক ও চন্দনক।
প্রাচ্যা প্রাকৃত :	বিদূষক।
মাগধী প্রাকৃত :	সংবাহক, বসন্তসেনা শকার ও চারুদত্ত- এই তিনজনের তিন পরিচারক।
শাকারী অভ্রংশ :	শকার।
চাণ্ডালী অপভ্রংশ :	চন্ডালদ্বয়।
ঢক্কা অপভ্রংশ :	দ্যূতকর ও মাথুর।

বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃত ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যেমন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তেমনি নাটকেও এসেছে বৈচিত্র্য।

শৌরসেনী মাগধী ও মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের দৃষ্টান্তের উল্লেখ এ প্রবন্ধে পূর্বেই করা হয়েছে। অন্যান্য প্রাকৃতের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

আবন্তী প্রাকৃত

বীরক ঃ অরে রে অরে জয় জয়মাণচন্দণঅমংগল ফুল্লভদ্দপমুহা।
কিং অচ্ছদ বীসদ্ধা জো সো গোবাল দারও বদ্ধো।
ভেত্তুন সমং বচ্চই নরবই হিঅঅং বন্ধণংঅ।।'

[শূদ্রক ১৯৮২ : ২২৮]

(বীরক। ওরে রে ওরে জয়-জয়মান-চন্দনক-মংগল-পুষ্পভদ্র প্রমুখ,

তোমরা বিশ্রদ্ধ রয়েছো কেন ? সেই যে গোয়ালার ছেলেটাকে বন্দী করা হয়েছিল, সে রাজার হৃদয় এবং বন্ধন এবং শৃংখল ভেঙ্গে পালিয়েছে। --।

শাকারী অপভ্রংশ (প্রাকৃত)

শকারঃ। চিট্ঠ বশন্তশেণিএ চিট্ঠ। কিং যাশি, ধাবশি পলাঅশি, পকখলন্তী। বাশু পশীদ ণ মুলীহিশি চিট্ঠ দাব। কামেণ দজঝদি হু মে হউকে তবশশী। অংগাললাশি পড়িদে বি অ মংশখন্ডে।।' -- (১ম অংক)

[শূদ্রক ১৯৮২ : ২২৮]

(শকার। থাম, বসন্তসেনা। থাম, তুমি কেন চলে যাচ্ছ, দৌড়াচ্ছ, পড়তে-পড়তে চলছ, কেন পালাচ্ছ ? বালিকা, প্রসন্ন হও, মরবে না। একটু থাম। জলন্ত অংগারে পড়ে যাওয়া মাংসখণ্ডের মত আমার হৃদয় কামানলে পুড়ে যাচ্ছে।)

চাণ্ডালী অপভ্রংশ (প্রাকৃত)

উভৌ। তক্কিং ন কলঅ কলণ রউ-বহ-বন্ধ-ণ অণে ণিউণা।
অচিলেণ শীশছেঅণ ৺ালোবেশু কুলশক্ষ।।' (১০ম অংক)

[শূদ্রক ১৯৮২ : ৩৫২]

(চন্ডালদ্বয়। আপনারা একে টেনে নিয়ে যাওয়ার কারণ বুঝেতে পারছেন না কেন ? আমরা সদ্য বধ ও বন্ধনের জন্য নিয়ে যেতে নিপুণ এবং হঠাৎ মস্তকছেদনে ও শূলে চড়াতে পটু।)

আমরা কয়েকটি সংস্কৃত নাটক থেকে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি। অন্য সব নাটকেও প্রাকৃত ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই একই রীতি অনুসৃত হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, উপবিভাগ যাই থাকুক না কেন সংলাপের ক্ষেত্রে শৌরসেনী ও মাগধী এবং সংগীতের ক্ষেত্রে মাহারাষ্ট্রীয় — এই তিনটিই প্রাকৃতের প্রধান শ্রেণী। অন্যগুলো এদের কোনো না কোনোটার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।[১০]

টীকা

১. নাটকং মিশ্রং কর্তব্যম্। উত্তমাধমমধ্যমপাত্রানাং ভাষাভির্মিশ্রং কর্তব্যম্।
[সাগরনন্দী ১৩৮৫ : ১৪]

২. সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা একই মূল ভাষা ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে উদ্ভুত। ভারতীয় আর্যভাষা আবার ইন্দো ইউরোপীয় মূল ভাষা-পরিবার থেকে সৃষ্ট। কালের দিক থেকে ভারতীয় আর্যভাষা প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই তিনটি স্তর বা পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে এখনও প্রবাহিত হয়ে চলেছে। প্রাচীন স্তরের পরিবর্তিত রূপ মধ্যস্তর এবং মধ্যস্তরের রির্বতিত রূপ আধুনিক স্তর। একই ভাষা নানা শাখায় নানা ভাষায় রূপ লাভ করেছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার আদি নিদর্শন পাওয়া যায় ঋগ্‌বেদে। ঋগ্‌বেদসহ অন্যান্য বেদ ও বেদসম্পর্কিত সাহিত্যের ভাষারূপে ব্যবহৃত বলে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা সাধারণের কাছে 'বৈদিক ভাষা' নামে পরিচিত। খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দের মধ্যে এ ভাষা পাঞ্জাব থেকে উত্তর বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অতঃপর এই ভাষা মধ্য ভারতীয় আর্যভাষাসমূহে পরিণত হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ থেকে ৬০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে।

৩. The Prakrit as we find it in literature in spite of their names as Magadhi, Śauraseni, Maharastri, was not really the spoken language of those parts of the country. What we have are the standerdised artificial forms of the Prakrit which were used for the purpose of literature. [S. N. Dasgupta & S. K. De 1960 : cxx]

৪. 'ভাষা' বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে শিষ্ট বা মান কথ্য (standard বা stylized colloquial- যা নাটকে নারী, শিশু এবং কিছুটা সামাজিক মর্যাদার অধিকারী প্রচলিত অর্থে 'ভদ্র সমাজের' লোকদের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয় (ভদ্র সমাজে কর্মরত কর্মজীবীসহ)।

আর বিভাষা বলতে বোঝানো হয়েছে আঞ্চলিক কথ্য ভাষা বা উপ-ভাষা (regional collaquial বা dialect) [ভরত ১৯৮২ : ১৯৯]

৫. মাগধী তু নরেনন্দ্রনামন্তঃপুরনিবাসিনাম্। চেটানাং রাজপুত্রানাং শ্রেষ্ঠিনাং-চাধমাগধী।। ৪৯। প্রাচ্য বিদূষকাদীনাং ধূর্তানামপ্যবন্তিজা। নায়িকানাং সখীনাং চ শৌরসেন্যবিরোধিনী।। ৫০ যৌধনাগরিকাদীনাং দাক্ষিনাত্যা চ দীব্যতাম। বাহলীকভাষোদীচানাং খসানাং চ স্বদেশজা।। ৫১ [ভরত ১৯৮২ : ১৯৯।]

৬. 'মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।' [দণ্ডী ১৯৭০ : ৩৩]

৭. লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়াকৃতম্' (১/১১১) [ভরত ১৯৮২ : ১৭]

৮. অহিনব- মহু-লোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ-মজ্জুরি।
কমল-বসই-মেত্ত-নিব্বুদো মহুঅর বিসুমরিদোসি নং কহ।। ১।।"
[কালিদাস, ১৯৮৮ : ৫০৫]

৯. যে পঞ্চসনিধ্বযুক্ত পঞ্চাঙ্করূপকে নাট্যকার কল্পিত শৃঙ্গার রসাশ্রিত বা প্রেম- নির্ভর লৌকিক কাহিনী, ব্রাহ্মণ, অমাত্য বা বণিক নায়ক এবং গণিকা বা কুলবধু বা উভয়ই নায়িকা থাকে, সেই রূপককে 'প্রকরণ' বলা হয়। [বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৩৭৬ : ৫০৯ - ৫১০]

১০. প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ পাঠ করে প্রাকৃত সংলাপ উপলব্ধির দক্ষতা অর্জন করতে হয়। শৌরসেনীতে সর্বদা 'স' মাগধীতে সর্বদা 'শ', পৈশাচী ছাড়া সকল প্রকার প্রাকৃতে সর্বদা 'ণ' হয়, সমীকরণ বা সমীভবন প্রকৃতি ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্রাবলি এবং প্রাকৃত শব্দরূপ ও ধাতুরূপ ইত্যাদি জানা থাকলে প্রাকৃত সংলাপ বোঝা সহজ হয়। আর নাটক পাঠও হয়ে ওঠে অধিকতর আনন্দময়।

আরও একটি বিষয় প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য : প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব, বিকাশ, শ্রেণী বিভাগ প্রভৃতি হচ্ছে ভাষাতাত্ত্বিক বা ব্যাকরণগত আলোচনা। ভরত তাঁর *নাট্যশাস্ত্রে* নাটকের সংলাপের ভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে ব্যাকরণগত আলোচনাও করেছেন। লক্ষণীয়, প্রাচীন ভারতীয় নাট্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* যেমন প্রাচীনতম গ্রন্থ, তেমনি প্রাকৃত ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও নাট্যশাস্ত্রই প্রাচীনতম প্রামাণিক গ্রন্থ।

এ গ্রন্থে ভরত সংক্ষেপে প্রাকৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। [ভরত, ১৯৮২ : ১৯০-১৯৪]

প্রাকৃত ভাষা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. বার্তিককার কাত্যায়ন (খ্রিষ্ট পূর্ব ৩য় বা ৪র্থ শতক) -এর *প্রাকৃত প্রকাশ*, গুজরাটের হেমচন্দ্রের (১০৮৮-১১৭২ খ্রিষ্টাব্দ) *সিদ্ধ হেমচন্দ্র*-এর অষ্টম অধ্যায়, মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্রের *প্রাকৃত সর্বস্ব* (সম্ভবত ১৭শ শতাব্দী), রায় তর্কবাগীশের *প্রাকৃত কল্পতরু* ইত্যাদি।

গ্রন্থপঞ্জি

অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭৮ — *পৌরাণিকা*, প্রথম খণ্ড। কলকাতা।

কালিদাস ১৯৮৮ — *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* (রামেন্দ্র মোহন বসু সম্পাদিত)। কলকাতা

দণ্ডী ১৯৭০ — *কাব্যাদর্শ* (রঙ্গাচার্য রেড্ডী শাস্ত্রী সম্পাদিত)। পুনা : ভাণ্ডার কর।

বিশ্বনাথ কবিরাজ
১৩৭৬
সাহিত্য দর্পণ (বিমলকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)
কলকাতা।

ভরত
১৯৮২
নাট্যশাস্ত্র. প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত)। কলকাতা।

ভাস
১৩৮১
স্বপ্নবাসবদত্তম্ (অনুবাদ ও সম্পাদনা : রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর)। ঢাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মুরারি মোহন সেন
১৯৭৯
ভাষার ইতিহাস, দ্বিতীয় পর্ব।
কলকাতা

রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া
১৯৭০
মধ্যভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্য।
ঢাকা।

শূদ্রক
১৯৮২
মৃচ্ছকটিকম্ (এম. আর. কালে সম্পাদিত)
দিল্লী।

সাগরনন্দী
১৩৮৫
নাটকলক্ষণরত্নকোশ (অনুবাদ ও সম্পাদনা : সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

Dasgupta, S. N & S. K. De
1960
History of Sanskrit Literature, Calcutta.

Woolner, A. C.
1960
An Introduction to Prakrit (অনুবাদ বেলা সেনগুপ্ত ও জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ)। কলকাতা।